গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩

মে ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩

মে ২০২৩

সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০-এর ধারা ৬২-এর ক্ষমতাবলে প্রণীত সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩১-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর নিম্নরূপ নির্দেশমালা (Guidelines) প্রনয়ণ করিল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রযোজ্যতা:

(১) ইহা 'সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩' নামে অবিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা:

(১) বিষয় অথবা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে , এই নির্দেশমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০;

(খ) "ইলেকট্রনিক চার্ট প্লটার (Electronic Chart Plotter)" অর্থ বিশেষ সফ্টওয়্যার সম্বলিত কম্পিউটার বা কম্পিউটারের অনুরূপ মেরিন ডিভাইসকে বুঝাইবে যাহা ইলেক্ট্রনিক নটিক্যাল চার্ট, GPS, AIS, র‍্যাডার, ইকো-সাউন্ডার ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি মৎস্য নৌযানকে চলাচলে সহায়তা প্রদান করিয়া থাকে;

(গ) "জিও ফেন্স (Geo-Fence)" অর্থ এমন সকল ভৌগোলিক বা কাল্পনিক বা ভার্চুয়াল সীমা রেখাকে বুঝাইবে যাহা অতিক্রম করিলে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিক্রম করিরার ঘটনা বা অতিক্রমকারী মৎস্য নৌযানকে সনাক্ত করা সম্ভব হইবে।

(ঘ) "জিপিএস ডাটা লগার" অর্থ বহনযোগ্য এমন ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা যন্ত্রকে বুঝাইবে যাহা GPS বা অনুরূপ স্যাটেলাইট সিগনাল হইতে প্রাপ্ত নৌযানের অবস্থান, বেগ (velocity), গতির দিক (heading) ইত্যাদি তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত বিরতিতে সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে পারে;

(ঙ) "টোপ" অর্থ বড়শি দ্বারা মৎস্য আহরণ করিবার সময় আহরিতব্য মৎস্যকে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যবহৃত জীবিত বা মৃত মৎস্য খাদ্য;

(চ) "নীতিমালা" অর্থ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২;

(জ) "পর্যবেক্ষক (observer)" অর্থ স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ বা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য নৌযানে অবস্থানরত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;

(ঝ) "পরিচালক" অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পরিচালক;

(ঞ) "বাণিজ্যিক ট্রলার" অর্থ ট্রলিং বা লং লাইনিং বা পার্সেইনিং পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণে সক্ষম মৎস্য নৌযান;

(ট) "বিধি" অর্থ সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩;

(ঠ) "বড়শি" অর্থ মৎস্য আহরণের জন্য ব্যবহৃত ধাতু নির্মিত মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম যাহাতে টোপ ব্যবহার করিয়া মৎস্য আহরণ করা হয়;

(ড) "মহাপরিচালক" অর্থ মহাপরিচালক মৎস্য অধিদপ্তর;

(ঢ) "AIS (Automatic Identification System)" অর্থ মৎস্য নৌযানের অবস্থান, গতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য নৌযানে স্থাপিত এমন সকল যন্ত্র ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝাইবে যাহা সংশ্লিষ্ট নৌযানের অবস্থানের তথ্য বিশেষ বেতার তরঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্প্রচার ও গ্রহণ করিয়া থাকে যাহাতে নিকটবর্তী অপর AIS বহনকারী নৌযানসমূহ পরস্পরকে সণাক্ত করিতে সক্ষম হয়;

(ণ) GSM (Global System for Mobile) অর্থ মৎস্য নৌযানের অবস্থান, গতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য নৌযানে স্থাপিত বিশেষ ধরনের যন্ত্র ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝাইবে যাহা সাধারণত মোবাইল নেটওয়ার্ক, GSM কমিউনিকেশন বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে নৌযানের অবস্থানের তথ্য নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে নিয়মিত বিরতিতে প্রেরণ করিবে;

(ত) "VMS (Vessel Monitoring System)" অর্থ মৎস্য নৌযানের অবস্থান, গতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য নৌযানে স্থাপিত বিশেষ ধরনের যন্ত্র ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝাইবে যাহা সাধারণত কৃত্রিম উপগ্রহ বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে জাহাজের অবস্থানের তথ্য নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে নিয়মিত বিরতিতে প্রেরণ করিবে;

(২) এই নির্দেশমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন ও বিধিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। উদ্দেশ্য:

(ক) সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩-এর চাহিদা পূরণ;

(খ) উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং সম্পদের টেকসই আহরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় বিধি-বিধান-এর সহিত সংগতি রাখিয়া দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তন;

(গ) মৎস্য নৌযান ও মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি অনুসরণ নিশ্চিতকরণ;

(চ) সামুদ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগী মৎস্য আহরণ পদ্ধতি অবলম্বন;

(ছ) জাতীয়ভাবে গৃহীত সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(জ) আহরিত মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

৪। আইনগত ভিত্তি:

(ক) সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০;

(খ) সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩;

(গ) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২;

(ঘ) Protection and Conservation of Fish Act, 1950;

(ঙ) Protection and Conservation of Fish Rules, 1985;

(চ) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২;

(ছ) Mercantile Marine Ordinance 1983;

(জ) Territorial water and Maritime Zones act, 1974;

(ঝ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রণীত আমদানী নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি আদেশ।

ইহা ব্যতিত জাতিসংঘের United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) এবং FAO-এর Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Treaty ও অন্যান্য সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা চুক্তির অধীন নির্দেশাবলী, বাংলাদেশ যাহার সদস্য বা স্বাক্ষরকারী।

৫। বাস্তবায়ন কৌশল:

(ক) আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুসরণ করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) আইন ও বিধিতে উল্লিখিত শর্তাবলীর অধীন মৎস্য আহরণ;

(গ) আইন, বিধি এবং এই নির্দেশমালা বাস্তবায়নে পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা;

(ঘ) বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহের, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন।

৬। মৎস্য আহরণের জন্য মৎস্য বা মৎস্যের প্রজাতিভেদে জাল বা বড়শি তৈরির উপকরণ বা আকার এবং জালের ফাঁসের প্রকার ও আকার:

(১) মৎস্য আহরণের জন্য মৎস্য বা মৎস্যের প্রজাতিভেদে জাল বা বড়শি তৈরির উপকরণ বা আকার:

(ক) মৎস্য/বটম প্রকৃতির বাণিজ্যিক ট্রলারের জালের ভার্টিকাল ওপেনিং হইবে সর্বোচ্চ ৩.৫ মিটার, গ্রাউন্ড রোপ/লাইন হইতে সর্বনিম্ন ২০০ মিলিমিটার (মি.মি.) ফাঁস বিশিষ্ট জাল দিয়া মূল জাল শুরু হইবে ও ববিন থাকিবে;

(খ) মৎস্য/বটম প্রকৃতির বাণিজ্যিক ট্রলারের জাল এর ট্রল ডোরের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩.৫ মিটার এবং প্রস্থ সর্বোচ্চ ১.৫ মিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(গ) মিডওয়াটার প্রকৃতির বাণিজ্যিক ট্রলারের জালের ভার্টিকাল ওপেনিং হইবে সর্বোচ্চ ৩০ মিটার। শিকলের তৈরী গ্রাউন্ড রোপ/লাইন হইতে রশি দিয়া সর্বনিম্ন ০২ মিটার ফাঁস বিশিষ্ট রশিজাল শুরু হইবে ও ববিন থাকিবে না;

(ঘ) মিডওয়াটার প্রকৃতির বাণিজ্যিক ট্রলারের ট্রল ডোর Rectangular Curve আকারের হইবে;

(ঙ) লং লাইনার (Long Liner) প্রকৃতির বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানে কোন জাল বা নেট থাকিবে না;

(চ) লং লাইনার প্রকৃতির বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানে মৎস্য ধরার সরঞ্জাম হিসেবে লং লাইনার জাতীয় সরঞ্জামাদি যথা; Main Line (বড়শির প্রধান রজ্জু বা লাইন), Branch line (বড়শির শাখা রজ্জু বা লাইন), Float (ফাঁপা বল বা অন্য বায়ুপূর্ণ আধার যাহা বড়শিকে ভাসাইয়া রাখে), Sinker (বড়শি পানির নিচে রাখিবার জন্য জুড়িয়া দেওয়া পাথর বা সীসার ভার), Swivel (শিকলের সাথে যুক্ত আংটা), Snap/Clip (আংটা বা আটকানি বিশেষ), Flag pole (পতাকা লাগানোর দন্ড), Hook (বড়শি), Light Buoy এবং Radio Buoy থাকিবে;

(ছ) পার্স সেইনার (Purse Seiner) প্রকৃতির বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানে কোন ট্রল ডোর থাকিবে না।

(২) মৎস্য আহরণের জন্য মৎস্য বা মৎস্যের প্রজাতিভেদে জালের ফাঁসের প্রকার ও আকার:

(ক) সকল মৎস্য নৌযান নিম্নলিখিত সংখ্যক এবং মাপের ফাঁস যুক্ত জাল ব্যবহার করিবে:-

(i) চিংড়ি প্রকৃতির বাণিজ্যিক ট্রলারে জালের শেষ প্রান্তে (Cod End) সর্বনিম্ন ফাঁস হইবে ৪৫ মি.মি. এবং প্রত্যেক ট্রলারে জালের সংখ্যা হইবে অনধিক ০৬ (ছয়) টি; ব্যবহৃত প্রতিটি ট্রল জালের হেড রোপের দৈর্ঘ্য হইবে ২০ মিটার। মেস সাইজ সর্বনিম্ন ৪৫ মিলিমিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(ii) মৎস্য/বটম প্রকৃতির বাণিজ্যিক ট্রলারে জালের শেষ প্রান্তে (Cod End) সর্বনিম্ন ফাঁস হইবে ৬০ মি.মি. এবং প্রত্যেক ট্রলারে জালের সংখ্যা হইবে অনধিক ০৩ (তিন) টি; ব্যবহৃত প্রতিটি ট্রল জালের হেড রোপের দৈর্ঘ্য হইবে ৩৫-৪২ মিটার;

(iii) মিডওয়াটার প্রকৃতির বাণিজ্যিক ট্রলারে জালের শেষ প্রান্তে (Cod End) সর্বনিম্ন ফাঁস হইবে ৬০ মিলিমিটার এবং প্রত্যেক ট্রলারে জালের সংখ্যা হইবে অনধিক ০৩ (তিন) টি; ব্যবহৃত প্রতিটি ট্রল জালের হেড রোপের দৈর্ঘ্য হইবে ৬০-৯০ মিটার। হেড রোপ ও গ্রাউন্ড রোপ হইতে যথাক্রমে মেস সাইজ সর্বনিম্ন ৬৪০০ মিলিমিটার এবং ৬০ মিলিমিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(iv) বড় ভাসান জাল এর ফাঁস হইবে সর্বনিম্ন ২০০ মিলিমিটার, প্রত্যেক আর্টিসানাল নৌযান বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে ভাসান জালের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য হইবে ২৫০০ মিটার এবং প্রস্থ হইবে অনধিক ৩০ মিটার;

(v) ছোট ভাসান জাল এর ফাঁস হইবে সর্বনিম্ন ১০০ মিলিমিটার, প্রত্যেক আর্টিসানাল নৌযান বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে জালের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য হইবে ২৫০০ মিটার এবং প্রস্থ হইবে অনধিক ২০ মিটার;

(vi) বেহুন্দী জালের শেষ প্রান্তে (Cod End) সর্বনিম্ন ফাঁস হইবে ৪৫ মিলিমিটার এবং প্রত্যেক মৎস্য নৌযানে জালের সংখ্যা হইবে অনধিক ১০ (দশ) টি;

(খ) সকল প্রকার জালের ফাঁস এর পরিমাপ নির্ধারিত হইবে inside the knots (খোলা অংশের কৌনিক দুরত্ব);

(গ) জালের cod-end বা ব্যাগের ওপর সংশ্লিষ্ট জালের জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন ফাঁসের দ্বিগুন ফাঁস বিশিষ্ট একটি ব্যাগ কভার সংযোজন করিতে পারিবে এবং উভয় অংশেই তা এক স্তর বিশিষ্ট হইতে হইবে।

৭। **মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি স্থানীয়ভাবে তৈরি বা আমদানির অনুমতি প্রদান:**

(১) মৎস্য আহরণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ট্রলারে ব্যবহারের নিমিত্ত সরঞ্জামাদি যেমন: জাল স্থানীয়ভাবে তৈরির অনুমতির জন্য নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে;

বৈদেশিক মুদ্রা এবং সময় দুইটিই সাশ্রয় এর সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদেশ হইতে আমদানি নির্ভরতা কমাইয়া সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর তালিকাভুক্ত (কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের জাল তৈরীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন) এবং জয়েন্ট স্টক রেজিস্টার কোম্পানি হিসাবে তালিকাভুক্ত ও বিনিয়োগ বোর্ড, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত হইয়া মৎস্য আহরণের জাল, সরঞ্জামাদি স্থানীয়ভাবে তৈরি/বাণিজ্যিক উৎপাদন করিয়া সরবরাহ করিতে পারিবে।

(২) মৎস্য আহরণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ট্রলারে ব্যবহারের নিমিত্ত সরঞ্জামাদি যেমন: জাল আমদানি করার অনুমতির জন্য নিম্ন বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে;

(ক) সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার মালিক/কোম্পানী কর্তৃক পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম বরাবর ০২ (দুই) ফর্দ আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদনের সাথে আমদানিতব্য জালের প্রোফরমা ইনভয়েজ এর মূল কপি ও যে বাণিজ্যিক ট্রলারে ব্যবহারের জন্য জাল আমদানি করা হইবে সেই ট্রলারের ফিশিং লাইসেন্স এর হালনাগাদ বা নবায়নকৃত কপি দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রোফরমা ইনভয়েজ এর মূল কপি পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক অথেনটিকেটেড (Authenticated) হইতে হইবে;

(গ) ইতিপূর্বে আমদানিকৃত জাল সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ট্রলারে যথাযথ ব্যবহৃত হইয়াছে ও ব্যবহৃত পুরাতন জাল ধ্বংস করা হইয়াছে মর্মে পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমপক্ষে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মালিক/কোম্পানীর স্টক রেজিস্টার ও ডেলিভারী রেজিস্টার সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন থাকিতে হইবে;

(ঘ) প্রতিটি মৎস্য ট্রলারের জন্য প্রতি বৎসর ৬০ মিলিমিটার মেস সাইজের সর্বোচ্চ ২২৫ কেজি জালসহ সর্বমোট ১১৫২ কেজি জাল আমদানি করা যাইবে;

(ঙ) প্রতিটি মিডওয়াটার ট্রলারের জন্য প্রতি বৎসর ৬০ মিলিমিটার মেস সাইজের সর্বোচ্চ ৮৪৬ কেজি জালসহ সর্বমোট ২৯৮৫ কেজি জাল আমদানি করা যাইবে;

(চ) প্রতিটি চিংড়ি ট্রলারের জন্য প্রতি বৎসর ৪৫ মিলিমিটার মেস সাইজের সর্বোচ্চ ৪০০ কেজি জালসহ সর্বমোট ১২৮০ কেজি জাল আমদানি করা যাইবে;

(ছ) স্বল্প পরিমাণ জাল আমদানিতে কন্টেইনার ভাড়ার বিবেচনায় সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের প্রয়োজনীয় জাল একসাথে আমদানির জন্য অনুমোদনযোগ্য হইবে;

(জ) পার্স সেইনার নৌযান এর আকার ও ক্ষমতা বিবেচনায় প্রতি বর্গমিটারের জন্য প্রতি বৎসর সমআকার বিশিষ্ট (Uniform) ৬০ মিলিমিটার মেস সাইজের ৫০-৫৫ গ্রাম (সুতার পুরুত্ব হইবে ১-২ মিলিমিটার) জাল আমদানি যোগ্য হইবে। যাহার দৈর্ঘ্য হইবে সর্বনিম্ন ৮০০ মিটার ও সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটার এবং গভীরতা সর্বনিম্ন ৭০ মিটার ও সর্বোচ্চ ১২০ মিটার পর্যন্ত;

(ঝ) লং লাইনার এর আকার ও ক্ষমতা বিবেচনায় লাইন, বড়শি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ঞ) কোন নির্দিষ্ট মালিক/কোম্পানী আমদানিকৃত জাল অনুমোদনকারীর পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বিক্রয়/হস্তান্তর করিতে পারিবে না;

(ট) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ জাল আমদানির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে জালের মেস সাইজ/ওজন/সুতার পুরুত্ব/জালের দৈর্ঘ্য ও গভীরতা বিবেচনায় রেখে আমদানির অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান করিতে পারিবে;

(ঠ) ৪৫ মিলিমিটার বা তদুর্ধ্ব মেস সাইজের জাল আমদানির পরিমাণ ব্যাগ-স্যাক এর পরিবর্তে কিলো গ্রাম-এ উল্লেখ করিতে হইবে;

(ড) সংশ্লিষ্ট ট্রলার কোম্পানি/মালিক জাল আমদানির পরে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গুদামজাতকরণ ও স্টক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সংক্রান্ত তথ্য ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঢ) আমদানির নিমিত্ত অনাপত্তি সনদ (NOC) ০৫ (পাঁচ) মাস বলবৎ থাকিবে। কোনো কারনে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গেলে আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে অনধিক ২ (দুই) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে;

(ণ) জাল আমদানির ক্ষেত্রে চলতি সালের আমদানির আদেশ ও প্রচলিত সরকারী নিয়মনীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং সরকারের প্রচলিত আমদানির বিধি-বিধান মোতাবেক শুল্ক বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শুল্ক পরিশোধের প্রমাণক মৎস্য অধিদপ্তরে অবশ্যই দাখিল করতে হবে;

(ত) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে আমাদানিকৃত পণ্যের যে কোনো ধরনের পরীক্ষা করিতে পারিবে;

(থ) কোনো সংস্থা, একক মালিক মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত/নির্ধারিত আকারের জাল ব্যতীত অন্য কোনো জাল, মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম আমদানি, তৈরী, ব্যবহার করিলে, দখলে রাখিলে বা মৎস্য নৌযানে রাখিলে উক্ত সংস্থা বা মালিকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ ও সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। পরিবেশবান্ধব উপায়ে মৎস্য আহরণ না করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি পরিত্যাগ ও উহা নিষ্পত্তি বা ধ্বংসকরণ:

(১) পরিবেশবান্ধব উপায়ে মৎস্য আহরণ না করা বলিতে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ এর ধারা ২৭ (বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোনো ক্ষতিকর পদ্ধতি) ও সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩-এ উল্লিখিত বিষয়াবলি ছাড়াও নিম্নবর্ণিত মৎস্য আহরণ পদ্ধতিকে বুঝাইবে-

(ক) ইলেক্ট্রোফিশিং বা বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ;

(খ) লাইট বা আলো ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ;

(গ) Unmanned Aerial Vehicle বা ড্রোন ব্যবহার করিয়া মৎস্য আহরণ;

(ঘ) উড়োজাহাজ ব্যবহার করিয়া মৎস্য আহরণ; এবং

(ঙ) পরবর্তিতে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত কোন পদ্ধতি।

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি নিষ্পত্তি বা ধ্বংসকরণের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ ও সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুসরণ করিবে।

৯। SONAR বা চলমান মৎস্য দল চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সংযোজন ও ব্যবহার:

বাণিজ্যিক ফিশিং ট্রলারসমূহ ইকো সাউন্ডার, ফিশ ফাইন্ডার, সোনার (SONAR) ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্য দল (Fish School) চিহ্নিত করিয়া থাকে। ইকো সাউন্ডার, ফিশ ফাইন্ডার সংযোজন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংস্থা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংগ্রহ এবং সংযোজন করিতে পারিবে যাহা পরিচালক (সামুদ্রিক) কে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে। তবে সোনার সংগ্রহ এবং সংযোজনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিতে হইবে:

(১) সোনার সংযোজনের পূর্বে এর স্পেসিফিকেশন (Specification) দাখিলপূর্বক মহাপরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) সোনার ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্তির পর ট্রলারে সংযোজনপূর্বক পরিচালক (সামুদ্রিক)-কে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে;

(৩) সোনার ব্যবহারকারী বাণিজ্যিক ট্রলার বা ট্রলারসমূহ প্রতি ভয়েজে মোট মৎস্য আহরণের ১০%এর অধিক ইলিশ আহরণ করিতে পারিবে না;

(৪) সোনার ব্যবহারকারী বাণিজ্যিক ট্রলার বা ট্রলারসমূহ কর্তৃক প্রতিটি ট্রলে ধৃত মাছের ওজনের শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক ইলিশ পাওয়া গেলে সাথে সাথে উক্ত এলাকা পরিত্যাগ করিতে হইবে;

(৫) সোনার ব্যবহারকারী বাণিজ্যিক ট্রলার বা ট্রলারসমূহ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত বাৎসরিক আহরণ পরিমাণ (Allowable catch) এর অধিক মৎস্য আহরণ করিতে পারিবে না;

(৬) সোনার ব্যবহারকারী বাণিজ্যিক ট্রলার বা ট্রলারসমূহ সমুদ্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মৎস্য আহরণ সম্পর্কিত সোনার এর ডাটা লগের রেকর্ড (Real time record, Tracking function Record ইত্যাদি) পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদর্শনে বাধ্য থাকিবে;

(৭) বর্তমানে যে সকল বাণিজ্যিক ট্রলারে "SONAR" ব্যবহার করা হইতেছে সে সকল ট্রলারের অনুকূলে অনুমোদনের নিমিত্ত এই নির্দেশমালা জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট স্পেসিফিকেশনসহ আবেদন করিতে হইবে।

১০। মৎস্য নৌযানে জনবলের প্রকৃতি ও সংখ্যা:

(১) মিড ওয়াটার ট্রলারে স্কিপার, চিফ অফিসার, সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসার, জুনিয়র অফিসার, ড্রাইভার (সুকানী), চীফ ইঞ্জিনিয়ার, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার, গ্রীজার, বসম্যান, সহকারী বসম্যান, উইংসম্যান, ফিস মাস্টার (গ্রেডিং), ডুবুরী, অন্যান্য নাবিক (সাধারণ), কুক ও সহকারী কুক ইত্যাদি থাকিবে। জনবলের সংখ্যা হইবে নৌ বাণিজ্য দপ্তরের COI (Certificate of Inspection) এ উল্লিখিত সংখ্যা;

(২) ফিশ ট্রলার/চিংড়ি ট্রলারে স্কিপার, চিফ অফিসার, ড্রাইভার (সুকানী). চিফ ইঞ্জিনিয়ার, গ্রীজার, বসম্যান, উইংনসম্যান, ডুবুরী, অন্যান্য নাবিক (সাধারণ), কুক ও সহকারী কুক ইত্যাদি থাকিবে। জনবলের সংখ্যা হইবে নৌবাণিজ্য দপ্তরের COI এ উল্লেখিত সংখ্যা;

(৩) যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে স্কিপার (মাঝি), সহকারী স্কিপার (সহকারী মাঝি/হলা মাঝি), ইঞ্জিন ড্রাইভার. অন্যান্য নাবিক (সাধারণ), কুক ও সহকারী কুক ইত্যাদি থাকিবে। জনবলের সংখ্যা হইবে নৌবাণিজ্য দপ্তরের COI এ উল্লেখিত সংখ্যা;

(৪) আর্টিসানাল নৌযানে স্কীপার (মাঝি), সহকারী স্কিপার (সহকারী মাঝি), ইঞ্জিন ড্রাইভার, অন্যান্য নাবিক (সাধারণ), কুক ইত্যাদি থাকিবে এবং জনবলের সংখ্যা হইবে অনধিক ১৮ জন।

১১। আহরিত মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা:

(১) সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ ও সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি-বিধান অথবা সরকারের আদেশ বা মহাপরিচালক বা পরিচালক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলি অনুসারে সঠিক তথ্য প্রদান এবং প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(২) মহাপরিচালক প্রয়োজনে বা সময়ে সময়ে মৎস্য আহরণ তথ্য সংগ্রহের লগবুক বা ফরমেট অথবা পদ্ধতি সংশোধন করিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে;

(৩) মহাপরিচালক মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবেন;

(৪) মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি মহাপরিচালক বা পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না।

১২। বাই ক্যাচ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহার:

(১) অপরিণত (Juvenile) চিংড়ি ও মাছের আহরণ রোধ করিবার জন্য ট্রল জালের শেষ অংশে (Lower Belly and Cod End) বর্তমানে ব্যবহৃত রম্বয়েড/ডায়মন্ড আকৃতির ফাঁস (Rhomboid Shaped Mesh) এর পরিবর্তে স্কয়ার আকৃতির (Square Shaped Mesh) ফাঁসের জাল ব্যবহার করিতে হইবে;

(২) আধারি/অনাধারি বড়শী দিয়া মাছ ধরিবার সময় লোহা বা অন্যান্য ক্ষয়কারী ধাতু দিয়া তৈরি জে-হুকের (J-hook) পরিবর্তে সার্কেল হুক (Circle hook) ব্যবহার করিতে হইবে এবং তারের লিডার ব্যবহার করা যাইবে না;

(৩) জীবিত সামুদ্রিক কচ্ছপ, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী, আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রজাতির হাঙ্গর (Sharks) বা শাপলা পাতা (Rays) জাতীয় প্রাণী ব্যতিত আহরিত বা ধৃত কোনো মাছ সমুদ্রে নিক্ষেপ (discards) করা যাইবে না; ধৃত ঘোষিত প্রজাতির হাঙ্গর (Sharks) বা শাপলা পাতা (Rays) জীবিত ছাড়িবার সময় হুক বা অন্য কোনো প্রকারে আঘাত না করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিতে হইবে;

(৪) আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রজাতির হাঙ্গর (Sharks) বা শাপলা পাতা (Rays) মৃত অবস্থায় ধৃত হইলে উহার পাখনা কাটিয়া বা টুকরা করিয়া সংরক্ষণ করা যাইবে না বরং সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় আনয়নপূর্বক আগমনী বার্তায় পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে এবং পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা স্থানীয় বন অধিদপ্তরের নিকট লিখিত বিবরণসহ হস্তান্তর করিবেন।

১৩। টোপের ধরন বা প্রকৃতি:

(১) মৎস্য নৌযানসমূহ টোপ হিসাবে স্থানীয়ভাবে আহরণকৃত মৎস্য, স্থানীয় ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত টোপ, কৃত্রিম আকর্ষক (Artificial lures) ব্যবহার করিতে পারিবে;

(২) কোনো টোপ ব্যবহারে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো বিপন্ন প্রজাতি (Threatened) মৎস্য বা অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতির আহরণ পরিলক্ষিত হইলে উহা ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে; এবং

(৩) টোপের সাথে মানবদেহ বা জলজ প্রাণি বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

১৪। মৎস্য নৌযান ও মৎস্য আহরণ পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি:

(১) পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (Monitoring Control and Surveillance) কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে-

(ক) প্রতিটি বাণিজ্যিক ফিশিং ট্রলার (স্থানীয় ও বিদেশি) মালিককে নিজ অর্থায়নে সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী VMS (Vessel Monitoring System) ট্রান্সপন্ডার, AIS (Automatic Identification System) ট্রান্সপন্ডার এবং অনুমোদিত ফিশিং চার্টসহ ইলেক্ট্রনিক চার্ট প্লটার স্থাপন করিতে হইবে। স্থাপিত VMS ট্রান্সপন্ডার এবং ইলেক্ট্রনিক চার্ট প্লটার সমুদ্র যাত্রার শুরু হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এবং AIS ট্রান্সপন্ডার সার্বক্ষনিক চালু রাখিবে;

(খ) প্রতিটি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মালিককে নিজ অর্থায়নে সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী AIS ট্রান্সপন্ডার এবং জিপিএস (Global Positioning System) ডাটা লগার স্থাপন করিতে হইবে এবং স্থাপিত AIS সার্বক্ষনিক চালু রাখিতে হইবে ও জিপিএস ডাটা লগার সমুদ্রযাত্রার শুরু হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত চালু রাখিবে;

(গ) প্রতিটি আর্টিসানাল নৌযান মালিককে নিজ অর্থায়নে সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে AIS ট্রান্সপন্ডার বা GSM (Global System for Mobile) ডিভাইস স্থাপন করিতে হইবে এবং স্থাপিত AIS ও/বা GSM সার্বক্ষনিক চালু রাখিতে হইবে;

(ক), (খ) ও (গ) এ নির্দেশিত সকল ধরনের ট্রান্সপন্ডার বা যন্ত্র, চার্ট প্লটার ও জিপিএস ডাটা লগার কার্যকর রাখিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নৌযান মালিক বা সংস্থার;

(ঘ) মৎস্য নৌযানে স্থাপিত মহাপরিচালক নির্ধারিত উপযুক্ত যে কোনো যন্ত্র যেমন: VMS, AIS, GSM, জিপিএস, চার্ট প্লটার ট্র্যাক ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত ইলেক্ট্রনিক ডাটা বাংলাদেশের আইনে গ্রহণযোগ্য/আমলযোগ্য আলামত হিসেবে স্বীকৃত হইবে;

(ঙ) কোনো মৎস্য নৌযান VMS, AIS, GSM ইত্যাদি ট্র্যাকিং ডিভাইস ইচ্ছাকৃত বন্ধ/অকার্যকর রাখিয়া বা সিস্টেম/ডাটায় কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন (টেম্পারিং) করিয়া মৎস্য আহরণ করিতে পারিবে না;

(২) মহাপরিচালক সকল পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে এক বা একাধিক ফিশারিজ মনিটরিং সেন্টার (Fisheries Monitoring Center, FMC) স্থাপন করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন;

(৩) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণসহ পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান জোরদারকরণের জন্য মহাপরিচালক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বা সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে ফিশারিজ মনিটরিং সেন্টার (FMC), যাহার প্রধান হইবেন মহাপরিচালক এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রক হইবেন পরিচালক সামুদ্রিক, এর অধীনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, নৌ বাণিজ্য দপ্তর ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অংশী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা দপ্তরের সমন্বয়ে জয়েন্ট মনিটরিং সেল (JMC) গঠন করিতে পারিবে;

(৪) মহাপরিচালক উপকূলীয় অঞ্চলের উপযুক্ত স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে এক বা একাধিক সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন;

(৫) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ পর্যবেক্ষণ (Monitoring of landed catch) এবং মজুদ নিরূপণের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর নির্বাচিত মৎস্য অবতরণকেন্দ্র হইতে নির্ধারিত প্রটোকল অনুসরণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রজাতি/গ্রুপ ভিত্তিক আহরিত মাছের পরিমাণ, ইফোর্ট, লেন্থ-ফ্রিকোয়েন্সি (Length Frequency) এবং অন্যান্য বায়োলজিক্যাল ডাটা সংগ্রহ করিবে। মৎস্য নৌযানসমূহের মালিক বা স্কিপার বা উপযুক্ত প্রতিনিধি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত/নিযুক্ত পরিদর্শক/ক্ষেত্র সহকারী/ড্যাটা ইনুমারেটর/উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অনুরূপ তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবেন;

(৬) অবজারভার মোতায়েন:

(ক) মহাপরিচালক যে কোনো মৎস্য নৌযানে লিখিতভাবে অনবোর্ড অবজারভার মোতায়েন করিতে পারিবেন এবং অনবোর্ড অভজারভারের মৎস্য নৌযানে অবস্থানের সকল ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযান সংস্থা বা মালিক আয়োজন করিবেন;

(খ) স্কিপার মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত অবজারভার বা অবজারভারগণকে তাহার বা তাহাদের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবেন;

(গ) অবজারভার বা অবজারভারগণ সমুদ্র যাত্রা শেষে মহাপরিচালক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরতঃ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংগৃহীত প্রমাণকসহ পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর দাখিল করিবেন;

(৭) মহাপরিচালক অংশীজনদের সম্পৃক্ত করিয়া সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতিতে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (FMP) বা পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করিবেন এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে উহা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। মৎস্য নৌযানে স্কিপার, ক্রু, চালক এবং শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলি :

সরকারি বা গবেষণার কাজে নিয়োজিত মৎস্য নৌযান ব্যতীত বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযানে-

(১) কর্মরত সকল নাবিককে পদবি অনুসারে মালিক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপত্র প্রদান করিতে হইবে;

(২) নিয়োগপত্রে বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা যেমন: বেতন/Share of Profit, Food allowance, Festival allowance, Sea Allowance, Catch Bonus, Load/unload ফি ইত্যাদি উল্লেখ থাকিতে হইবে;

(৩) বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণ করিতে হইবে;

(৪) চাকরি হইতে অব্যাহতির ক্ষেত্রে মালিক/পদধারী কর্তৃক ৩০ দিন পূর্বে নোটিশ করিতে হইবে এবং ৩০ দিন পর সকল দেনা/পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে;

(৫) রাষ্ট্র বিরোধী কোনো কাজ করা যাইবে না;

(৬) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশি নাবিক নিয়োগ করা যাইবে;

(৭) সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর ধারা ১৬(১৬) অনুসরণ করিতে হইবে;

(৮) নাবিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রম আইন ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা ও বৈধ সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬। সরকারের নির্দেশনা বা আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোনো বিষয়:

(১) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা: বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায়-

(ক) আর্টিসানাল ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে বেহন্দী জাল (Set Bag Net) দ্বারা মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র হইবে ফিশিং চার্টে নির্দেশিত ১০ হইতে ৪০ মিটার গভীরতা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত জিও ফেন্স (Geo-Fence) পর্যন্ত;

(খ) আর্টিসানাল ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে বড়শী (Hooks and Lines) দ্বারা মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র হইবে ফিশিং চার্টে নির্দেশিত ৪০ মিটার গভীরতা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত জিও ফেন্স পর্যন্ত;

(গ) আর্টিসানাল ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ভাসান জাল (Drift Net) ও বড় ভাসান জাল (Large Drift Net) দ্বারা ইলিশ এবং অনুরূপ ধরনের মাছ শিকারের ক্ষেত্র হইবে ফিশিং চার্টে নির্দেশিত ৪০ মিটার গভীরতা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত জিও ফেন্স পর্যন্ত;

(ঘ) বাণিজ্যিক ট্রলার (ট্রলিং) দ্বারা মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র হইবে ফিশিং চার্টে নির্দেশিত ৪০ মিটারের অধিক গভীরতায় অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত জিও ফেন্স এর গভীরতর এলাকায়;

(ঙ) লং লাইনার (Long Liner) এবং পার্স সেইনার (Purse Seiner) দ্বারা সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র হইবে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকার (EEZ) ২০০ মিটারের অধিক গভীরতায় এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায়।

(২) আর্টিসানাল নৌযানের নেট টনেজ নির্ধারণ: পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নৌ বাণিজ্য দপ্তরের সাথে পরামর্শক্রমে অথবা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আর্টিসানাল নৌযানের নেট টনেজ নির্ধারণ করিবে।

(৩) নির্ধারিত সময়ে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে বিলম্ব জরিমানা:

(ক) সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ১১(৭) এর শর্তে উল্লেখিত লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ ৩ মাস উত্তীর্ণ হইলে, লাইসেন্স বাবদ নির্ধারিত ফি এর ৩ (তিন) গুণ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানসহ অতিরিক্ত সময়ের জন্য বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১০০০ (একহাজার) টাকা হারে এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০০ (দুইশত) টাকা হারে বিলম্ব ফি পরিশোধ সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়ন করিতে পারিবে;

(খ) আর্টিসানাল নৌযানের ক্ষেত্রে অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অনুমতিপত্র বাবদ নির্ধারিত ফি এর ২ (দুই) গুণ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান সাপেক্ষে অনুমতিপত্র নবায়নের জন্য আবেদন করা যাইবে। তবে, নবায়নের মেয়াদ ৩ (তিন) মাস উত্তীর্ণ হইলে, অনুমতিপত্র বাবদ নির্ধারিত ফি এর ২ (দুই) গুণ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানসহ অতিরিক্ত সময়ের জন্য প্রতিদিন ১০০ (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফি পরিশোধ সাপেক্ষে অনুমতিপত্র নবায়ন করিতে পারিবে।

(৪) আহরিত মৎস্যের উপর রাজস্ব আরোপ: বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্যের টন প্রতি ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে সরকারের রাজস্ব পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে বাজারমূল্য বলিতে এলাকা ভিত্তিক বিগত ১ (এক) মাসের বা সমসাময়িক স্থানীয় মৎস্যের পরিচালক অনুমোদিত বাজারমূল্যের গড় বাজারমূল্যকে বুঝাইবে।

১৭। নির্দেশমালা স্পষ্টীকরণ ও সংশোধন:

(ক) এই নির্দেশমালায় উল্লিখিত কোনো শব্দ বা বিষয় অস্পষ্ট থাকিলে মহাপরিচালক উহা পরিপত্র জারির মাধ্যমে স্পষ্টীকরন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(খ) মহাপরিচালক পরিপত্র জারির মাধ্যমে এই নির্দেশমালায় যে কোনো নির্দেশ সংশোধন, বিয়োজন, সংযোজন বা ইহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া নতুন নির্দেশমালা প্রস্তুতপূর্বক জারি করিতে পারিবেন।

১৮। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ:

(১) এই নির্দেশমালা কার্যকর হইবার পর মহাপরিচালক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই নির্দেশমালার বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৯। রহিতকরণ ও হেফাজত:

এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, পত্র রহিত হইবে:

(ক) মৎস্য অধিদপ্তর প্রণীত জাল আমদানি বিষয়ক নীতিমালা (খসড়া), ২০০৮, তবে এর আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাদি চলমান থাকিলে তাহা অব্যাহত থাকিবে।

বিজিপ্রেস:-৬৫৬২ (বি-১০)/২০২২-২৩—৫০০ বই, ২০২৩।